ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ) নেতাদের শিখর সম্মেলন, জাকার্তা

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি প্রথম ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এর নেতাদের শিখর সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেন, যা জাকার্তায় ৭ মার্চ, ২০১৭, সংগঠনের ২০ বছর পূর্তির স্মৃতি রক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ এবং কমিটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শিখর সম্মেলনে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (ড.) ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত) মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ করেন যেখানে পররাষ্ট্র সচিব (পূর্ব) শ্রী অমর সিনহা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কমিটির আলোচনায় নেতৃত্ব দেন।

তিনটি সিদ্ধান্ত শিখর সম্মেলনে গৃহীত হয়। প্রথমটি হল— আইওআরএ-এর একটি ঐক্যমত্যের নথিতে নেতারা স্বাক্ষর করেন এবং আইওআরএ-এর ভবিষ্যত রূপরেখা ঠিক করেন। সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ে ২১ সদস্যের আইওআরএ-র মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্য দুটি সিদ্ধান্ত ছিল— 'সহিংস চরমপন্থা এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধে ব্যবস্থা' এবং 'আইওআরএ-এর আগামী পাঁচ বছরের অ্যাকশন প্ল্যান'।

আইওআরএ শিখর সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময়, উপ-রাষ্ট্রপতি প্রস্তাব রাখেন ভারতের একটি উপকূলবর্তী শহরে আইওআরএ সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (আইসিই) স্থাপনের বিষয়ে। এই কেন্দ্রে সমুদ্র গবেষণার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যেখানে অন-লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে পারবেন প্রতিটি সদস্য, এমনকি শিক্ষাবিদ এবং গবেষকরা। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আইওআরএ-এর সব সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে চিন্তামূলক একটি নেটওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। সামুদ্রিক সীমা বিষয়ে ভারত একটি সামুদ্রিক এলাকা সচেতনতা (এমডিএ) বিষয়ক তথ্য-কেন্দ্রের প্রস্তাব দেয় এবং এছাড়াও প্রস্তাব রাখে হাইড্রোগ্রাফিক ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে।

উপ-রাষ্ট্রপতি এছাড়াও সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে আবেদন রাখেন আইওআরএ-এর সহযোগিতার বিষয়ে।

আইওআরএ-এর প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ভারত হল অন্যতম বড় সহযোগি। ২০১১-১৩ সালে ভারত চেয়ারম্যান থাকার সময়ে সংস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটে, তখন ভারতের প্রস্তাব মতো ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়। অতি সম্প্রতি, বালিতে শেষ সিওএম-এ ২০১৬ সালের অক্টোবরে ভারত ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছিল সীমানা লঙ্ঘণের বিষয়ে। এর মধ্যে চারটি অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে, বাকিগুলি এ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে।

শিখর সম্মেলনের ফাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মহামান্য জাকো উইডোডো, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জনাব মহামান্য মৈত্রীপালা সিরিসেনা, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট জনাব মহামান্য আবদ্রাবু মনসুর হাদি, ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মহামান্য জুসুফ কাল্লি এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী জনাব মহামান্য মহম্মদ জাভেদ জাফরির সঙ্গে।

নয়াদিল্লি

মার্চ ০৯, ২০১৭